Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ
ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের গুরুত্ব

কোর্সের নামঃ- থিসিস ৩০২

কোর্স কোডঃ- THS 302

তত্ত্বাবধায়নেঃ

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ শারাফাত করীম
লেকচারার, আরবী বিভাগ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

জমা দিয়েছেন ঃ

মেশকাত নওশীন কেয়া
আইডিঃ ২১৬০২১১০৮
ব্যাচঃ ২১৬
সেমিষ্টারঃ ৬ষ্ঠ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের গুরুত্ব

কোর্সের নামঃ- থিসিস ৩০২

কোর্স কোডঃ- THS 302

এই রিপোর্টটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ শারাফাত করীম
লেকচারার, আরবী বিভাগ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

জমা দিয়েছেন ঃ

মেশকাত নওশীন কেয়া
আইডিঃ ২১৬০২১১০৮
ব্যাচঃ ২১৬
সেমিষ্টারঃ ৬ষ্ঠ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের গুরুত্ব” বিষয়ক গবেষণা পত্রটি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মেশকাত নওশীন কেয়া, আইডিঃ ২১৬০২১১০৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ এক্সটারনালঃ

হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ শারাফাত করীম
লেকচারার, আরবী বিভাগ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের গুরুত্ব” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ শারাফাত করীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তারিখঃ ৩১ মে, ২০২৪

মেশকাত নওশীন কেয়া
আইডিঃ ২১৬০২১১০৮
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে দ্বীনি গবেষণা করার তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে, আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ ও ২১৬ ব্যাচের বোনদের উৎসাহে এই থিসিস সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি আল্‌হাদুলিল্লাহ।

রাব্বে করীমের দরবারে লাখো শুকরিয়া জানাই এজন্য। সকলের কাছে দোয়া প্রার্থী যেন আল্লাহ এই অধমের কর্মটি কবুল করে নেন। এছাড়াও প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝেও যারা কাজটি করতে আমাকে সর্বাবস্থায় সহযোগীতা করে গেছেন লিখাটি যেন তাদের নাজাতের উসিলা হয়ে যায়।

সকল ভুল ত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ইনশাআল্লাহ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. ভূমিকা	১
২. সময়ের মূল্যায়নের গুরুত্ব	২
৩. সময়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা	২
(৩.১) সময় ও ইবাদাত	৩
(৩.২) সময়ের বৈশিষ্ট্য	৫
(৩.৩) সময় বিন্যাস	৭
(৩.৪) সঠিক সময়ে সঠিক কাজ	৮
(৩.৫) অবসরের গণিমত	১১
৪. সময় ও কালের আবর্তন	১৩
৫. দুনিয়ার সাথে নবীজীর সম্পর্ক ও সময় ব্যয়	১৬
৬. বুজুর্গণের জীবনে সময়ের মূল্য	১৭
(৬.১) সময়ের সদ্ব্যবহার হযরত আশরাফ আলী থানভী (রঃ)	১৭
(৬.২) খতীবে বাগদাদীর নিকট সময়ের মূল্য	১৮
(৬.৩) ইমামে নববী (রঃ) নিকট সময়ের মূল্য	১৮
(৬.৪) ইমামে আবনে জাওযীর (রঃ) নিকট সময়ের মূল্য	১৯
(৬.৫) সময়ের সদ্ব্যবহারে বিজ্ঞ আলেম ও দক্ষ চিকিৎসক	১৯
৭. সময় সম্পর্কে মহা মনীষীগণের উক্তি	২০
৮. উপসংহার	২১
৯. তথ্যসূচি	২২

অধ্যায় -১

ভূমিকা

উস্তাদ হাসানুল বান্নাহ রহিঃ র "সময়ই জীবন" শিরোনামের প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, "বলা হয়ে থাকে সময় হলো স্বর্ণখন্ড কিংবা অমূল্য রত্ন।" কিন্তু একথাটি তাদের জন্য যারা বস্তুগত মূল্য ছাড়া কোন কিছুকে মূল্যায়ন করতে জানে না।

তবে যাদের দৃষ্টি এর চেয়েও দূরে, এর চেয়েও ভিন্ন তাদের জন্য বলা যায়, সময় তো তোমার জীবনকাল ছাড়া অন্যকিছু নয়। বলো তো ভাই তোমার জীবনটা কী, শুধু জন্ম ও মৃত্যুর মাঝে কেটে যাওয়া সময়টুকু ছাড়া।

ধন সম্পদ তো এই আসে, এই ফুরিয়ে যায়, এরপরও মানুষ যে ধন-সম্পদ হারায় তার বহুগুণ অর্জন করতে পারে। কিন্তু সময় সম্পদ থেকে যা হারিয়ে যায় এবং ফুরিয়ে যায়, তা কি কখনো ফিরে আসে? তার কি কখনো পুনরাবৃত্তি ঘটে? নিশ্চয়ই না। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় "সময় স্বর্ণের চেয়েও দামী, হীরার চেয়েও মূল্যবান।"

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন মাজিদে এবং তাঁর মহান নবী করিম (সাঃ) এর জবানে সময়ের গুরুত্ব এবং মানবজীবনে সময়নিষ্ঠার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ الشَّمۡسَ ضِیَآءً وَّ الۡقَمَرَ نُوۡرًا وَّ قَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعۡلَمُوۡا عَدَدَ السِّنِیۡنَ وَ الۡحِسَابَ ؕ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِکَ اِلَّا بِالۡحَقِّ ۚ یُفَصِّلُ الۡاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ ﴿۵﴾

"তিনিই সে মহান সত্তা, যিনি বানিয়েছেন সূর্যকে উজ্জল আলোকময়, আর চন্দ্রকে স্নিগ্ধ আলো বিতরণকারীরূপে এবং অতঃপর নির্ধারিত করেছেন এর জন্য মনযিল সমূহ, যাতে করে তোমারা চিনতে পার বছরগুলোর সংখ্যা ও হিসাব। আল্লাহ এই সমস্ত কিছু এমনিতেই সৃষ্টিট কনেননি, কিন্তু যথার্থতার সাথে। তিনি প্রকাশ করেন লক্ষণসমূহ সে সমস্ত লোকের জন্য যাদের জ্ঞান আছে।"[সূরা ইউনুস:৫] [১]

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেছে, আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। কারণ সে সময়কে গালি দেয়, অথচ আমিই হচ্ছি সময়। আমি আল্লাহ রাত-দিনকে পরিবর্তন করি।" [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭২৬] [২]

অধ্যায় - ২

সময়ের মূল্যায়নের গুরুত্ব

কথায় আছে সময় অমূল্য রতন। যে সকল মানুষ চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সভ্যতায় উন্নতি লাভ করেছেন তারা জীবনে সময়ের পাবন্দি ছিলেন। এই জীবন তো জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী এক স্বল্প অবকাশ। এ সময় যদি হাত থেকে বেরিয়ে যায়, তা আর কোন ভাবেই ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। হযরত আবু গাদ্দাহ (রঃ) বলেন, "সময়কে অযথা ব্যয় করা থেকে বাঁচাও। কারণ তা ক্রমশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর ক্ষয়িত সময় তুমি নতুন ভাবে কাজে লাগাতে পারবে না।" তাই বিচক্ষণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা সময়কে কাজে লাগিয়ে জীবনের সফলতা অর্জন করেছে।

অধ্যায় - ৩

সময়ের ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যা

পবিত্র কোরআনুল কারীম ও হাদীস শরিফের বিভিন্ন জায়গায় সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচর্যার ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। মানুষের উপর মহান আল্লাহ তা'আলার অসীম রহমত ও অপরিমেয় ভালোবাসার বর্ণনায় পবিত্র কোরআনুল করীমে এসেছে,

وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ﴿۳۳﴾

وَ اٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾

"আর তিনি সূর্য ও চাঁদকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন বিরামহীনভাবে এবং তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। আর তোমরা যা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকে তিনি তোমাদের দিয়েছেন এবং যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর , তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অধিক অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ।" [সূরা ইব্রাহিমঃ ৩৩-৩৪] [৩]

সময়ের গুরুত্ব বর্ণনায় আল্লাহ তা'আলা মাক্কি যুগে কুর আনের সূরাসমূহের বিভিন্ন সময়ের কসম করেছেন।

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ O ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ﴾

"শপথ রাত্রির! যখন সে আচ্ছন্ন করে। শপথ রাত্রির! যখন সে আলোকিত করে।" [সূরা লাইলঃ ১-২] [৪]

﴿وَالضُّحَىٰ﴾ O ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ﴾

"শপথ পূর্বাহ্নের। শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়।" [সূরা দুহাঃ ১-২] [৫]

মুফাসসিরদের ব্যাখ্যায় এবং মানব মনের উপলব্ধিতে একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জিনিসের শপথ নেন, এর অর্থ দাঁড়ায় তিনি বিষয়টির উপর বিশেষ দৃষ্টি জ্ঞাপন করেছেন।

৩.১ সময় ও ইবাদাত

ইসলামে ইবাদাতের মূল্য অপরিসীম। তাই ফরজ বিধান সমূহকে পূর্ণ করার জন্য প্রত্যেকটি মিনিট-সেকেন্ড এর গণনা রাখা একজন মুসলিমের কর্তব্য। ইসলাম দিন রাত্রির পরিবর্তন, গ্রহ-নক্ষত্রে গতিবিধি, তাদের বিবর্তন এবং দুনিয়ার কর্মযজ্ঞের সুন্দর নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতে বলেছেন সময়কে। মানবমনের চেতনায় যদি সময় সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয় তবেই সে সফলভাবে জীবন পরিচালনায় সক্ষম হবে।

যখন রাত্রি শেষে সুবেহ সাদিক তার রাঙানো সুরত নিয়ে পর্দার আড়াল থেকে বাইরে আসে, তখন আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ আজ্ঞাকারী আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষনায় ত্রস্তব্যস্ত থাকে। সকল ঘুমন্ত সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে চায় আল্লাহর শুখরিয়া আদায়ের জন্য। সুদূর থেকে ডাক ভেসে আসে–

"এসা নামাজের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে, ঘুম হতে নামাজ উত্তম, ঘুম হতে নামাজ উত্তম।"

ইমাম বুখারী (রহ:) বণিত একটি হাদিসে এসেছে, রাসূল (স:) এরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের কেউ ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদাংশে তিনটি গিট দেয়।"

ফজরের সেই প্রশান্তিময় মুহুর্তে আল্লাহর শোকরকারী বান্দাগণ অজুর মাধ্যমে দাঁড়িয়ে যায় সালাতের জন্য। মুক্ত হয়ে যায় শয়তানের বাঁধন সমূহ হতে।

সূর্য যখন মধ্য আকাশে বিদীর্ণ করে উত্তাপ ছড়ায়, মানুষ হারিয়ে যায় দুনিয়াবী ব্যস্ততার ভীড়ে, সেই আহ্বানকারী আবার উঠে দাঁড়ায়। মানুষকে তার রোজকার রুটিন থেকে কিছু সময়ের জন্য নিয়ে যেতে চায় অন্য এক ভুবনে। সেই ভুবনে যেন এক মোহনীয় গল্পগাঁথা চলে, বর্ণনা চলে আল্লাহর একত্ববাদের, রাসূল (স:) রিসালাতের। দুনিয়াবী কর্মযজ্ঞে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া মানুষটি তখন রাব্বে কারীমের সান্নিধ্যে একান্ত কিছু সময় কাটতে পারে যোহরের সালাত আদায়ের মাধ্যমে।

আবার প্রতিটি জিনিসের ছায়া যখন দ্বিগুণ হারে বিস্তৃত হয়, সূর্যিমামা অস্তপাড়ের পানে এগিয়ে যেতে থাকে, তখন সেই আহ্বানকারী আসরের সালাতের জন্য ডেকে দেয়।

একইভাবে সূর্যরশ্মি যখন দিনের শেষ প্রান্তে একেবারে মিলিয়ে যেতে থাকে, তখন আল্লাহ প্রেমী মুয়াজ্জিন চতুর্থবারের মত আল্লাহর রাস্তায় আহ্বান করে। শুরু হয়ে যায় সালাতুল মাগরিবের ওয়াক্ত।

অতঃপর দিনের সমাপ্তিতে রাত্রির শুরু এবং রাত্রির প্রথম প্রহরে ভেসে আসে সালাতুল ইশার স্বর্গীয় আহ্বান।

এছাড়া প্রতি সপ্তাহে হয় সাপ্তাহিক জুম্মার নামাজ। রয়েছে তাহাজ্জুদের নামাজ এবং আরো অনেক নফল নামাজ। প্রতিটি বছর ঘুরেই আসে পবিত্র মাহে রমাজান, প্রতিটি মুহুর্তকে আল্লাহর বান্দারা ইবাদাতের আলোকিত মূর্ছনায় ভরিয়ে তোলে। এবার দুনিয়া থেকে নয় আসমানের আহ্বানকারী ডাকতে শুরু করে–

"হে কল্যাণ প্রত্যাশাকারী! তোমরা (কল্যাণমূলক) কাজে মনোযোগী হও।

হে অন্যায়ের আকাঙ্ক্ষী! তোমরা (অন্যায়) কাজ থেকে নিবৃত থাকো।"

সকল আল্লাহবিমুখী, পাপী বান্দারা আল্লাহর দরবারে রহমাত ও মাগফিরাতের আশায় হাজিরা দেয়। স্বয়ং রাসূল (সঃ) এ মাসে তাদের মাগফিরাতের ওয়াদা করেছেন।

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি রমাযানে ঈমানের সাথে ও সওয়াব লাভের আশায় সাওম পালন করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।" [সহীহ বুখারীঃ হাদীস নং ২০১৪] [৬]

এই আধ্যাতিক মাসের সমাপ্তির পরই শুরু হয় হজের সফর।

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾

"হজ্জে্ব কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জে্বর পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীও সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না অশোভন কোন কাজ করা, না ঝাগড়া-বিবাদ করা হজ্জে্বর সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যা কিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ তো জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগন! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই।" [সূরা বাকারাহ্ঃ ১৯৭] [৭]

স্কলারগণ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে দিনের সময় ওজনের "দাঁড়িপাল্লা" বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা জুমাকে সপ্তাহের, রমজানকে মাসের এবং হজকে বছরের দাড়িপাল্লা বলে গণ্য করতেন। প্রতিটি মানুষ যেন দিনের প্রতিটি মুহুর্তকে কাজে লাগায় এই ব্যাপারে তারা সচেষ্ট থাকতেন। আর একজন মুমিন বান্দা তার সময়ের পাবন্দি সবচেয়ে বেশি করবে তার রবের ইবাদাতের মাধ্যমে, তবেই যাত্রা হবে মহিমামন্ডিত।

৩.২ সময়ের বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য সকল জিনিসের মত সময়ের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যই তাকে অন্যান্য সকল কিছু থেকে আলাদা করে। এবং এর উপলব্ধীই মানুষকে সময় উপযোগী আচরণ করতে সহায়তা করে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো–

- ত্বরিত ফুরিয়ে যাওয়াঃ সময় বাতাসের গতিতে ফুরিয়ে যায়। হোক সুখ বা আনন্দের কিংবা দুঃখ বা বিরহের– সকল ক্ষেত্রেই সময় এই নীতিই মেনে চলে। দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততায় মানুষ হঠাৎ করেই একদিন দেখে যে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছে। তখন জীবনটা এতই সংকুচিত হয়ে আসে যে মনে হয় চোখের পলকেই যেন বয়সটা পেরিয়ে এসেছে, তখন বাস্তবে তা নিতান্তই ক্ষুদ্র। নূহ (আ:) এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, মৃত্যুর সময় আজরাইল (আ:) তাঁর কাছে এসে হাজির হলেন। তিনি তুফানের আগে ও পরে মিলিয়ে হাজার বছরের বেশি বেঁচে ছিলেন। আজরাইল (আ:) তাকে জিজ্ঞেস করলেন– "হে সবচেয়ে দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত নবী! দুনিয়াকে কেমন পেয়েছেন?" তিনি বললেন– "আমার কাছে দুনিয়াটা যেন একটা ঘর; যার একপাশ দিয়ে প্রবেশ করেছি অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে গেছি।"

  পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

  كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

  "যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।" [সূরা নাযি'আত: ৪৬] [৮]

  অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন–

  ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾

  "আর যেদিন তাদেরকে সমবেত করা হবে, যেন তারা অবস্থান করেনি, তবে দিনের একদন্ড একজন অপরজনকে চিনবে। নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে এবং সরলপথে আসেনি।" [সূরা ইউনূস:৪৫] [৯]

- সময় কখনো ফিরে আসে নাঃ জীবন থেকে যে মূহুর্ত গত হয়ে যায়, তাকে ফিরিয়ে আনার কোন উপায় মানুষের হাতে থাকে না। কোন কিছুর বিনিময় বা প্রতিদানে সেই সময় আর আমাদের জীবনে ফিরে না। হাসান বসরির এক উক্তিতে এর চমৎকার ব্যাখ্যা এসছে।

  'ফজর ভেদ করে আলোতে আসা প্রতিটি দিন ডেকে বলে–"হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি। আমি তোমার কাজের ব্যাপারে সাক্ষী। আমার নিকট থেকে রশদ সংগ্রহ কর। কারণ আমি বিদায় নেওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনোই ফিরে আসব না।"'

এটি রাসূলের হাদিস নয়। অনেকে এটাকে হাদিস মনে করেন; বস্তুত এটি হাসান বসরির উক্তি। ইমাম আলি জয়নুল আবেদিন এ ব্যাপারে বলেছেন, এর ভাষা নবিদের ভাষার মতোই।

এ কারণেই অনেক কবি-সাহিত্যিককে বার্ধক্য আসার পর যৌবন ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে দেখা যায়, কিন্তু তা নিছক কামনা মাত্র। এই আকাঙ্ক্ষা কম-বেশি যাই হোক, তাতে কোন ফায়দা নেই। তাদের একজনের উক্তি হলো–

الا ليت الشباب يعود يوما
فأخبره بما فعل المشيب!

'যদি এক দিনের জন্যও
যৌবনটা ফিরে পেতাম!
বার্ধক্য আমার সাথে যা যা করেছে,
শুধু তা জানিয়ে দিতাম।'

- সময় মূল্যবান সম্পদঃ দ্রুত এগিয়ে যাওয়া জীবন ঘড়ির কাঁটা কখনো পশ্চাৎধাবন করে না। তাই ব্যক্তি মালিকানায় থাকা "সময়" মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান সম্পদ। ইমাম নাহিদ হাসান আল বান্নাহ বলেন–"জীবন! মানুষের জীবন জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত কাটানো সময় ব্যতীত অন্য কিছু নয়।"

  একই প্রসঙ্গে হাসান বসরি (রহ:) বলেন–

  "হে আদম সন্তান! তুমি মুষ্টিমেয় কিছু দিনের সমষ্টি মাত্র। এক এক করে দিন চলে যায়, তখন তোমার জীবনের একটা করে অংশ চলে যায়।" (হিলইয়াতুন আওলিয়া)

  সময়ের পাবন্দি নিয়ে যে বান্দা অজ্ঞতায় জীবন পার করে দেয় সেও দুটি অবস্থায় তার মূল্য অনুধাবন করতে পারে। প্রথম অবস্থাঃ মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত, যখন বন্দা তার দুনিয়াবী জীবনের অবকাশ ঘটিয়ে অসীমের দিকে যাত্রা করে। মানুষ তখন এসে ভাবে যদি মৃত্যুটাকে একটু পিছিয়ে দেওয়া যেত, সে যা যা ভুল করেছে সব ঠিক করে ফেলত। যা ছেড়ে এসেছে তা পূর্ণ করে দিত। এ প্রসঙ্গে কোরআন মাজীদে এসেছে–

  يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

  وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِىٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

  "হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান- সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করে। আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। আর আমি তোমাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় কর, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। কেননা তখন সে বলবে, হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে আরো কিছু কাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান-সদাকা করতাম। আর সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" [সূরা মুনাফিকুন: ৯-১০] [১০]

  এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

  وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“আর আল্লাহ কখনো কোন প্রাণকেই অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।” [সূরা মুনাফিকুন: ১১] [১১]

দ্বিতীয় অবস্থাঃ আখিরাত, যখন মানুষ তার সকল কৃতকর্মের হিসাব প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন–

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ
عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾

“আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।” [সূরা ফাতির: ৩৬] [১২]

আল্লাহ তা’আলা আরো প্রশ্ন করেন–

﴿وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ
نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن
نَّصِيرٍ﴾

“সেখানে তারা আর্ত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দেইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব আস্বাদন কর। জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।” [সূরা ফাতির: ৩৭] [১৩]

কিন্তু বন্দাগণ এর কোন জবাব দিতে পারবে না। কারণ কৈফিয়ত প্রদানের সুযোগও তার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। প্রাপ্ত জীবনকালের সকল সময় যদি সে সতর্কভাবে আল্লাহর ইবাদাতে লাগিয়ে দিত বা তাওবা করায় ব্যয় করত, তবে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হত।সহি হাদীসে এসেছে–“আল্লাহ কোন কোন লোককে সংশেঅধনের সুযোগ দেন। এমন কি তাকে ৬০ বছর পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন।” [সহীহ বুখারী: ৬৪১৯] [১৪]

একজন মুমিন মুসলমানের জীবন অসংখ্য দায়িত্বের সমষ্টি। এর উপলব্ধির জন্য থাকে একটি কর্মময় জীবনঅতিবাহিত করতে হয়। এবং সেই উপলব্ধিকে ইচ্ছার পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে সময়ের সঠিক মূল্যায়নের মাধ্যমে।

৩.৩ সময় বিন্যাস

বাস্তবপক্ষে চিন্তা করলে দেখা যায়, সময়ের অপচয় সম্পদের অপচয়ের থেকেও ভয়াবহ বোকামির ব্যাপার। সময়কে যে হেলায় হারালো সে যেন গোটা জীবনটাই হেলায় কাটিয়ে দিল। এ যেন এক ধীরগতির আত্মহত্যা। হাসান বসরি (রহ:) বলেছেন–

“আমি বেশ কিছু জাতির সাথে মেলামেশা করেছি। তোমরা তোমাদের দিনার-দিরহামের প্রতি যতটুকু মনোযোগী, তারা তাদের সময়ের প্রতি তার থেকেও বেশি মনোযোগী।”

কোন এক সালাফের মন্তব্যটা ছিল এমন–

“যার আজকের দিন গতকালের মত হলো, সে বোকা। আর যার আজকের দিন গতকালের চেয়ে খারাপ গেল, সে তো অভিশপ্ত।”

তাই একজন মুমিন মুসলমানকে দ্বীনি ও দুনিয়াবি অত্যাবশ্যকীয় সকল কাজ সময়ের আলোকে গুছিয়ে পরিকল্পনা করতে হয়। নবিজি (সঃ) ইব্রাহিম (আঃ) এর সহিফা থেকে বর্ণনা করে বলেন–

একজন বিবেকবানের ৪টি সময় থাকবে (যতক্ষণ প্রবৃত্তি বিবেকের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না)

- একটা সময় সে তার রবের কাছে চাওয়া-পাওয়ার কথা বলবে।
- একটা সময় সে নিজেকে মূল্যায়ন করবে।
- একটা সময় আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভববে।
- আর একটা সময় তার খাবার-পানীয়ের জন্য খালি রাখবে।

[সহিহ ইবনে হিব্বান ও মুসতাদরাকে হাকিম] [১৫]

বিশ্রাম ও বিনোদনও এই সময় বিন্যাসের অংশ। আলি (রাঃ) এর ভাষায়–

“নিয়মিত বিরতিতে তোমাদের মনের-হৃদয়ের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা কর। কারণ মনের উপর জবরদস্তি হলে সে অন্ধ (দিশেহারা) হয়ে পড়ে।”

নফসের উপর অনবরত মানসিক চাপ প্রয়োগ করলে তা মানুষকে মানসিকভাবে দূর্বল করে দেয়। ফলে অলসতায় মূল্যবান সময় পেরিয়ে যায় এবং ইবাদাতে আলস্য আসে। একজন মুসলিম ব্যক্তি সবসময় নিজেকে এমন করা থেকে বিরত রাখবে।

রাসূল (সাঃ) বলেন, “ আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ও মুত্তাকি। কিন্তু আমি রাতে সালাতে দাঁড়াই আবার ঘুমাইও।(নফল) সাওম পালন করি, আবার ছেড়েও দেই। আমি নারীদের বিবাহও কছি। যে আমার চলার পথ থেকে বিমুখ হলো সে আমার দলভুক্ত নয়।” [বুখারীঃ ৫০৬৩, মুসলিমঃ ১৪০১] [১৬]

৩.৪ সঠিক সময়ে সঠিক কাজ

সকল মুসলিমের জন্য এটা মানা আবশ্যক যে, সময় তার দিল, জবান ও মস্তিষ্কের কাছে কোন কাজটি দাবি করছে। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকেই তার প্রতিটি কাজ ভাগ করে নিতে হয়।

আবু বকর (রাঃ) উমর (রাঃ) কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার সময় উপদেশ দিয়ে বলেছেন–

“শোনো! দিনে আল্লাহর কিছু কাজ রয়েছে, যা রাতে কবুল হবে না, আর রাতে কিছু কাজ রয়েছে যা দিনে কবুল হবে না।”

কোন কিছু চিন্তা না করে কাজ শুরু করা অনুচিত কাজ। সঠিক হলো উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কর্ম সম্পাদন করা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা ফরজ, নফল সকল কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা সালাত সম্পর্কে বলেন–

﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾

"অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।" [সূরা নিসা: ১০৩] [১৭]

সাওম সম্পর্কে বলেন–

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

"রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।" [সূরা বাকারাহ: ১৮৫] [১৮]

হজ সম্পর্কে বলেন–

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾

"তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষন করায় কোন পাপ নেই। অতঃপর যখন তওয়াফের জন্য ফিরে আসবে আরাফাত থেকে, তখন মাশ 'আরে-হারামের নিকটে আল্লাহকে স্মরণ কর। আর তাঁকে স্মরণ কর তেমনি করে, যেমন তোমাদিগকে হেদায়েত করা হয়েছে। আর নিশ্চয়ই ইতিপূর্বে তোমরা ছিলে অজ্ঞ।"

[সূরা বাকারাহ: ১৯৮] [১৯]

যাকাত সম্পর্কে বলেন−

﴿ ۞ وَهُوَ الَّذِى أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

“তিনিই উদ্যান সমূহ সৃষ্টি করেছে-তাও, যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয়, এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যেসবের স্বাদবিশিষ্ট এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন-একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।” [সূরা আনআম: ১৪১] [২০]

মুনিষীগণের মতে বান্দার সময় চার খাতে ব্যয়িত হবে।

- নিয়ামত
- বিপদ
- আনুগত্য
- অবাধ্যতা

তাদের এই ধারণা কোরআন হাদিসের কথারই সমর্থক।

আনুগত্যের ব্যাপারে কোরআন মাজীদে এসেছে−

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾

“বল, আল্লাহর দয়া ও মেহেরবাণীতে। সুতরাং এরই প্রতি তাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। এটিই উত্তম সে সমুদয় থেকে যা সঞ্চয় করছ।” [সূরা ইউনুস: ৫৮] [২১]

নিয়ামতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা’আলা বলেছেন−

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِى مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾

“সাবার অধিবাসীদের জন্যে তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন-দুটি উদ্যান, একটি ডানদিকে, একটি বামদিকে। তোমরা তোমাদের পালনকর্তার রিযিক খাও এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। স্বাস্থ্যকর শহর এবং ক্ষমাশীল পালনকর্তা।” [সূরা সাবা: ১৫] [২২]

অবাধ্যতার জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

﴿۞ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা যুমার: ৫৩] [২৩]

বিপদের বিষয়ে কোরআন মাজীদে বর্ণিত আছে–

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾

﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

"অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।" [সূরা বাকারাহ: ১৫৫-১৫৬] [২৪]

সহীহ মুসলিম শরীফে এসেছে, নবী (স:) বলেছেন, "মুসলমানের কর্ম আসলেই বিস্ময়কর। ভাল-মন্দ সকল অবস্থাতেই নিজ কল্যাণেন সুয়োগ রয়েছে। মুসলিম ভিন্ন অন্য কারো এ সুযোগটি নেই। যখন তার মাঝে স্বাচ্ছন্দ্য আসে এবং সে শোকর আদায় করে, এটা তাকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। আবার যখন তাকে দুঃখ কষ্ট গ্রাস করে, তখন সে সবরের পথ গ্রহণ করে; এখানেও নিশ্চিত কল্যাণ।"

৩.৫ অবসরের গণিমত

"অবসর", বেশিরভাগ মানবই এই গণিমতের ব্যাপারে অসচেতন ও উদাসীন। ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাসের সূত্রে রাসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন–

"আল্লাহর দু'টো নিয়ামতের সাথে বহু মানুষ ধোঁকাবাজের মত আচরণ করবে। নিয়ামত দুটো হলো সুস্থতা ও অবসর।"

[সহীহ বুখারী: ৬৪১২] [২৫]

অবসর সময় সবসময় অবসর থাকে না। ভাল কাজ বা মন্দ কাজ তাকে পরিপূর্ণ রাখে। নফস যদি সত্যের পথে, কল্যাণের পথে চলে এবং নিয়োজিত হয় উপকারী কাজে তবে তা ব্যক্তিকে সৌভাগ্যের সোপান এনে দেয়। অন্যথায় নফসই তাকে মন্দ বা বিপদগামী করে তোলে এবং কর্মে এনে দেয় বিশৃঙ্খলতা।

সালাফদের অনেকেই বলতেন–

"নির্ঞ্ঝাট অবসর সময়টুকু এক মহান নিয়ামত। আল্লাহর যে বান্দা নফসের উপর প্রবৃত্তির দরজা উন্মুক্ত করে দিয়ে এ নিয়ামত কাজে লাগায় না এবং বাসনার তৃপ্তি মেটতে মেটাতে শেষ করে দেয়, আল্লাহ তার হৃদয়ের নিয়ামতকে বিক্ষিপ্ত করে দেন। তার অন্তরে নিষ্কলুসতা ছিনিয়ে নেন।"

সালফে সালেহিলরা অবসর সময়কে অলস ভাবে কাটানো খুব অপছন্দ করতেন। এর ভয়াবহতা তখনই বৃদ্ধি পায় যখন এর সাথে যৌবন যুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে আবুল আতাহিয়্যাহ তাঁর আরজুজাতিহ গ্রন্থে বলেন–

"যৌবন, অবসর ও প্রাচুর্য এই তিনটি জিনিস যখন এক সাথে হয়, তখন তা হয় খুবই ভয়ঙ্কর।"

অধ্যায় - ৪

সময় ও কালের বিবর্তন

সময়কে তিনটি কালের রূপে পাই আমরা– অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও এই কালের আবর্তনে পরিবর্তন হয়।

কেউ আছেন যারা চক্ষু সম্মক্ষে থাকা বর্তমান অথবা দৃষ্টির অগোচরের ভবিষ্যৎ কে না ভেবে শুধু অতীত সময়ে পরে থাকেন। অতীতের শৌর্য বীর্য, গল্পগাঁথা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। মনে রাখা অবশ্যই উচিত, কিন্তু জরুরী বিষয় হলো কল্যাণধর্মী কর্মগুলো চালু রাখা, বর্তমান সময়কে আরো মহিমান্বিত করা। আবার কেউ কেউ অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে মর্মাহত থাকে, প্রতিনিয়ত নিজেকে দোষারোপ করতে থাকে। জীবন নিয়ে তাদের আফসোসের কোন শেষ থাকে না। অথচ এই নষ্ট হয়ে যাওয়া সময় নিয়ে চিন্তা বা আফসোস নতুন কিছু সময়কে নষ্ট করে দেয়।

আরেকদল আছেন ভবিষ্যতের চিন্তায় এতই মগ্ন থাকেন যে অতীতকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। তারা ইতিহাস বর্জন করে নতুন কিছু উন্মোচনের নেশায় বিভোর। তাদের ভাষ্যমতে– অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত সময়ের অপচয় মাত্র। তারা চায় কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও গতিশীল উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখতে। কিন্তু এটা একদম অনুচিত। আল্লাহ তা'আলা অতীতের শিক্ষা থেকে ফায়দা নেয়ার ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন–

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

"তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা সমঝদার হৃদয় ও শ্রবণ শক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষ স্থিত অন্তরই অন্ধ হয়।" [সূরা হাজ্জ: ৪৬] [২৬]

আবার আরেকশ্রেণী আছেন যাদের মনে ভবিষ্যৎ নিয়ে শুধু হতাশা কাজ করে। তাদের বদ্ধমূল ধারণা পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে এবং আরো যাবে। অন্ধকার রাত্রি শেষে সূর্যের আলোর ঝলকানি তারা আর দেখবে না বলেই বিশ্বাস করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾

"বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফের সম্প্রদায়, ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" [সূরা ইউসুফ: ৮৭] [২৭]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾

"তিনি বললেনঃ পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয় ?" [সূরা হিজর: ৫৬] [২৮]

এই হতাশায় পর্যদূস্ত কিছু মানুষ ধরেই নিয়েছে আমরা আখেরি জামানায় আছি। কিয়ামত নিকটবর্তী, যার আলামত দৃশ্যনীয়। কিন্তু কে জানে, হয়তো কিয়ামত ও আমাদের মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব, যা আল্লাহ ব্যতীত অজানা।

কোরআনে এ ব্যপারে এসছে–

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾

"লোকেরা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটেই।" [সূরা আহ্যাব: ৬৩] [২৯]

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾

"আল্লাহই সত্যসহ কিতাব ও ইনসাফের মানদন্ড নাযিল করেছেন। আপনি কি জানেন, সম্ভবতঃ কেয়ামত নিকটবর্তী।" [সূরা শূরা: ১৭] [৩০]

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾

"আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা অনাবৃত করে দেখাবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয়। যখন তা তোমাদের উপর আসবে অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ বিশেষ করে আল্লাহর নিকটই রয়েছে। কিন্তু তা অধিকাংশ লোকই উপলব্ধি করে না।" [সূরা আ'রাফ: ১৮৭] [৩১]

আমাদের প্রিয় নবী কারীম (সা:) এর আবির্ভাবও কিয়ামতের একটি আলামত। তিনি বলেন– "আমকে এবং কিয়ামতকে ঠিক এ দুটোর মতই কাছাকছি পাঠানো হয়েছে (বলার সময় তিনি নিজের মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল পাশাপাশি করে দেখালেন)।"

[বুখারী ও মুসলিম]

সুতরাং কিয়ামত চলে এসেছে এমন ধারণা মনে পোষণ করে সকল কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়া দ্বীনি বিবেচনায় খুবই গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। রাসূল (সা:) শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কর্ম সম্পাদন পূর্বক সময়ের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে বলেছেন। তিনি বলেন–

" যদি কিয়ামত শুরু হয়ে যায় আর তোমাদের কারো হাতে একটি গাছের চারা থাকে এবং সে তা রোপন করতে সক্ষম, কার উচিৎ তা রোপন করে ফেলা।" [মুসনাদে আহমদ: ১২৯০২] [৩২]

তাই কর্মফলের চিন্তা বাদ দিয়ে মানুষকে কাজ করায় সর্বদা উৎসাহিত করা উচিত। এবং সঠিক সময়ে সঠিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জীবনকে মহিমান্বিত করা উচিৎ।

আবু দাউদ, তিরমিজি এবং ইবনে মাজাহ আবু সালাক আল যুশঅনি থেকে বর্ণনা করেন–

"তোমাদের সামনে সবরের দিন। সেই দিনগুলোতে সবর হবে জলন্ত কয়লা হাতে নেয়ার মত। সে সময় যারা কাজ করবে, তাদের কর্মের প্রতিদান তাদের মাঝে কাজ করা ৫০ জনের সমান হবে।" আমি বললাম, " তাদের মাঝে কাজ করা ৫০জনের সমান?" তিনি বললেন, "তোমাদের মাঝে কাজ করা ৫০ জনের সমান।"

তাই অতীতের মূর্ছনা বা ভবিষ্যতের স্বপ্নালোকে বিভোর না থেকে বর্তমানের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। তবে অবশ্যই যোগ হবে অতীত থেকে পাওয়া শিক্ষা ও ভবিষ্যতের জন্য নব পরিকল্পনা। অর্থাৎ বর্তমানকে অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝখানে যোগসূত্র হিসেবে নিতে হবে। এবং ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের মূল্যবোধকে ধারণ করা। হাসান বসরি (র:) অতীতের ব্যাপারে বলেছেন– "হে আদম সন্তান! তুমি কিছু দিনের সমষ্টি। যখনই তোমার একটি দিন চলে যায় তোমার একটি অংশ হারিয়ে যায়।"

ভবিষ্যতের অজ্ঞাতনামা নিয়ে কোরআনুল কারীমে এসেছে–

﴿إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছেই কেয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" [সূরা লুকমান: ৩৪] [৩৩]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

"মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন।"

[সূরা হাশর: ১৮] [৩৪]

তাই একজন মুমিনকে অতীত থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। এবং তা বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান হতে হবে। এই সময়কে সে কীভাবে ব্যবহার করবে সে বিষয়ে রাসূল (সা:) বলেন– " মুমিন সবসময় ইবাদতে মশগুল

থাকবে না। বরং তার অবস্থা তিন অবস্থার কোন একটি হবে। কখনো পরকালীন জীবনের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করবে; কখনো দুনিয়ার জীবনের উন্নতির জন্য কাজ করবে; আর কখনো হালাল নিয়ামত উপভোগ করবে।" [আল কাফি: ৫/৮৭] [৩৫]

অধ্যায় - ৫

দুনিয়ার সাথে নবীজির সম্পর্ক ও সময়ের ব্যয়

হযরত আয়শা (রা:) ইরশাদ করেন– রাসূল (সা:) যখন শয্যা গ্রহণ করেতেন তখন তাঁর পবিত্র দেহ মুবারকে চাটাই এর দাগ বসে যেত। তাই একদিন আমি বিছানা চাদরটি ডাবল করে বিছালাম যেন নবীজীর (সা:) গয়ে দাগ না পড়ে এবং তিনি যেন আরাম পান। শোয়ার সময় রাসূল (সা:) আমাকে বললেন, হে আয়শা! চাদর ডাবল করোনা। পূর্বের ন্যায় থাকতে দাও।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে– একদা হযরত আয়শা (রা:) শখ করে ঘরের দেয়ালে ছবি অংকিত একটি চাদর টানালেন। এতে রাসূল (সা:) "যার পর নাই" অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, তুমি যতক্ষণ এ পর্দা না সরাবে ততক্ষণ আমি গৃহে প্রবেশ করব না। এরপর আরেক দিন তিনি আরেকটি চাদর টানালেন (তাতে ছবি ছিল না)। তবুও রাসূল (সা:) বললেন, হে আয়শা!

مالى وللدنيا ما انا ولدنيا الا كراكب

استظل تحت شجرة ثم راح وترك

" আমি দুনিয়া দিয়ে কি করব? আমার দৃষ্টান্ত তো সে যাত্রীর ন্যায় যে স্বল্প সময়ের জন্য বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। এরপর আবার স্বীয় গন্তব্যের দিকে ছুটে চলে।"

বস্তুত, প্রিয়নবী (সা:) উম্মতকে দুনিয়াবী কাজ কর্ম হতে নিষেধ করেন নি, বরং এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, এই নশ্বর পৃথিবী পেছনে বেশী সময় ব্যয় করো না। আখেরাতের প্রস্তুতিকেই প্রাধান্য দাও।

রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন–

اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للاخرة بقدر بقائك فيها

"দুনিয়ার জন্য সে পরিমাণ মেহনত কর যে পরিমাণ সময় তোমাকে এখানে থঅকতে হবে। আর আখেরাতের জন্য সে পরিমাণ চেষ্টা এবং সময় ব্যয় কর যে পরিমাণ সময় তোমাকে সেখানে থাকতে হবে।

আখেরাতে আমাদেরকে থাকতে হবে সদাসর্বদা এবং অনাদি-অনন্ত কাল। তাই তার জন্য মেহনতও করতে হবে সীমাহীন। আর দুনিয়াতে আমরা থাকবো অনুর্ধ্ব ৬০-৭০ বছর। আর এরও কোন গ্যারান্টি নেই। তাই এর জন্য সামান্যতম চেষ্টাই যথেষ্ট। এটাই প্রিয় নবীর (সা:) এর শিক্ষা। অথচ আজ আমরা চব্বিশটি ঘন্টা শুধু দুনিয়া দুনিয়া করে মরছি। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য সর্বোচ্চ আধাঘন্টা সময় ব্যয় করতেও আমাদের শত আপত্তি, বাধা, দ্বিধা ও নানা বাহানা।

সারাদিন শুধু মসজিদে বা খানকায় বসে থাকার নাম আখেরাতের কাজ করা নয়। দুনিয়াতে মানুষের শত জরুরত আছে। যদি এ জরুরতগুলোকে সাওয়াবের নিয়তে আদায় করা হয় তাহলে একদিকে যেমন পার্থিব চাহিদা পূরণ হবে তেমনি অপরদিকে পরকালের সঞ্চয়ও হয়ে যাবে। যেমনঃ পানাহরের সময় যদি সত্যিকারের নিয়ত করা হয় যে, এই পানাহার দ্বারা অর্জিত শক্তি দিয়ে আমি আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগী করবো। ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় যদি নিয়ত করে যে, আল্লাহর রাসূল ও জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তাই আমিও করছি। এভাবে প্রতিটি কাজই যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে রাসূলের সুন্নাত তরিকা অনুযায়ী হয় তাহলে সবই ইবাদাতে পরিণত হবে এবং এর জন্য সাওয়াবও পাওয়া যাবে।

অধ্যায় - ৬

বুজুর্গাণের জীবনে সময়ের মূল্য

সময় একটি এমন বিষয় যাকে মূল্যায়ন করলে সফলতা নিশ্চিত। এই পৃথিবীতে সকল সফল ব্যক্তি সময়কে মূল্য দিয়েই সফলতা লাভ করেছেন। সময়কে মূল্য দিলে যেমন সফল হওয়া যায় তেমন আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়। কারণ সময় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার একটি বড় নিয়ামত।

৬.১ সময়ের সদ্ব্যবহার হযরত আশরাফ আলী থানভী (রঃ)

শায়েখ ডাঃ আব্দুল হাই (রঃ) বলেন, আমি স্বয়ং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) কে দেখেছি। তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন চিকিৎসকরা তাঁকে কথা-বার্তা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তখনকার কথা– একবার তিনি চক্ষু বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছেন। হঠাৎ চোখ খুলে বললেন, মাওলানা শফী সাহেবকে ডাক।তাকে ডাকা হলো। থানভী সাহেব (রঃ) তাকে বললেন, আপনি তো আহ্কামুল কোরআন লিখছেন। আমার এক্ষুণি একটা কথা মনে পড়ল। এটি আপনি কিতাবে যথাস্থানে সংযোজন করে দিবেন। এরপর কথাটা বলে তিনি আবার চক্ষু বন্ধ করে ফেললেন। একটু পর চক্ষু খুলে অন্য এক লোককে ডাকতে বললেন, তাকে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাকেও এভাবে একটি কাজ বুঝিয়ে দিলেন। এরূপ তিনি বার বার করছিলেন। তখন মাওলানা শিব্বীর আলী সাহেব তাঁকে ডাক্তার ও হাকিমগণের "কথা না বলার" পরামর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্রত্যোত্তরে থানবী (রঃ) বললেন, কথা তো তোমরা ঠিকই বলেছ; কিন্তু আমি তো চিন্তা করি–

وہ لمحات زندگی کس کام کے جوکسی کی خدمت مین خرچ نہ ھو
اگر کسی کی خدمت مین زندگی گزر جائے تویہ اللہ تعالی کی نعمت ھے

"জীবনের সে মুহূর্তগুলো কি কাজে আসবে যা কারো খেদমত এবং কল্যাণে ব্যয় হবে না। যদি কারো খেদমতে জীবন অতিক্রান্ত হয় তবেই আমি ধন্য।"

হযরত থানভী (র:) চব্বিশটি ঘন্টাকে রুটিন ম্যাফিক ব্যয় করতেন। একটি মুহূর্তও তাঁর এদিক সেদিক হতনা। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিল। সুন্নাত অনুযায়ী তিনি আসরের নামাযের পর স্ত্রীদের সাক্ষাতে যেতেন। সেখানেও সময় ছিল একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। যেমনঃ যদি এক স্ত্রী নিকট পনের মিনিট বসতেন, তবে দ্বিতীয় স্ত্রীর নিকটও পনের মিনিটই বসতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল তিনি ঘড়ি দেখেই বের হতেন। এমনটি হতোনা যে, পনের মিনিটের স্থানে ষোল বা চৌদ্দ মিনিট অবস্থান করতেন। মেপে মেপে তিনি প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহন করতেন।

সুধী, সময় নামক আল্লাহর এ নেয়ামতটিকে হেলায়-খেলায় কেটে দিবেন না। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটি নেয়ামত। এর প্রতিটি মুহূর্ত বড়ই দামী। এটি প্রতি নিয়তই বরফের ন্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন–

ھورھی ھے عمر مثل برف کم × چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم

"জীবনের মুহূর্তগুলো তুষার খন্ডের ন্যায় যাচ্ছে কমে, চুপে চুপে চলছে তা ক্ষণে ক্ষণে।

৬.২ খতীবে বাগদাদী নিকট সময়ের মূল্য

বাগদাদের বিমিষ্ট, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক খতীবে বাগদাদী (র:) একটি মুহূর্তও অযথা ব্যয় করতেন না। এমন কি পথ চলার সময়ও তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন। সময়কে এভাবে কাজে লাগিয়েই তারা ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে স্থান নিয়েছেন।

৬.৩ ইমাম নববী (র:) এর নিকট সময়ের মূল্য

সহীহ মুসলিম শরীফের মহান ভাষ্যকার ইমাম নববী (র:) শিক্ষা জীবনে এত শ্রম ও সাধনা করেছেন যে, দু'বছর যাবত তিনি বিছানায় পিঠ লাগান নি। বসে বসে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আবার লেখা-পড়ায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন। সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি দিন-রাতে মাত্র একবার আহার করতেন। তাও কেবল রুটি! তিনি ফল-মূল খেতেন না এ ভয়ে যে, এত শরীরে জলীয় অংশ বৃদ্ধি পেয়ে নিদ্রার উদ্ভব ঘটবে। ফলে পড়াশোনার ব্যাঘাত সুষ্টি হবে। তিনি প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ের উপর বারোটি পাঠ শুধু পড়তেনই না বরং ব্যাখ্যাসহ মুখস্থও করতেন। পথ চলার সময় তিনি অধ্যয়নে লিপ্ত থাকতেন। এভাবেই এই মহা মনীষী সময়ের মূল্য দিয়েছেন।

৬.৪ ইমাম ইবনে জাওযীর (রঃ) এর নিকট সময়ের মূল্য

আল্লামা ইবনে জাওযী (রঃ) তাঁর 'সয়দুল খাতের' গ্রন্থে লেখেন মানুষের জন্য নিজের সময়ের গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ। যাতে একটি মুহূর্তও সৎকর্ম ব্যতিরেকে ব্যয়িত না হয়। সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্তই কর্তব্য। উত্তম সৎ কাজের নিয়ত রাখা উচিৎ, কারণ হাদীস শরীফে এসেছে–

نية المومن خير من عمله

অর্থাৎ, মুমিনের সৎকাজের নিয়ত তা বাস্তবে পরিণত করা থেকে উত্তম।

৬.৫ সময়ের সদ্ব্যবহারে বিজ্ঞ আলেম ও দক্ষ চিকিৎসক

যে সকল অনন্য সাধারণ ব্যক্তি সময়ের সদ্ব্যবহার করেছেন এবং নিজেদের জ্ঞান ও চিন্তার সারনির্যাস আশ্চর্যরকম অল্প সময়ে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন, তাদের অন্যতম হলেন ইবন নাফীছ দামেস্কী, যিনি একদিকে যেমন ছিলেন বিজ্ঞ আলেম তেমনি ছিলেন দক্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানী। এমনকি তাঁকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

روضات الجنات গ্রন্থে লেখক তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন– "তার পূর্ন নাম হল আলাউদ্দিন নাফীছ আরী ইবন আবু হাযম। জন্ম ৬১০ এবং মৃত্যু ৬৮৭ হিজরীতে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। গবেষণা ও উদ্ভাবনে এ শাস্ত্রে তার প্রতিদ্বন্দি, এমস কি ধারে কাছেও কেউ নেই। এ শাস্ত্রে তার রয়েছে বেশ কিছু চমৎকার গ্রন্থ এবং অনবদ্য সংকলন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত الشامل গ্রন্থটি। কিতাবটি সম্পর্কে তাঁর কতক শাগরিদ বলেন, এর সূচি প্রমাণ করে যে, এটি প্রায় তিনশ খন্ডের, এর মধ্যে পরিচ্ছন্নভাবে লিখা হয়েছে মাত্র আশি খন্ড। তাঁর রচনার মধ্যে আরো রয়েছে المهذب في الكحل এবং ইবনে সীনা কৃত 'আলকানূনে'র ব্যাখ্যা গ্রন্থ شرح القانون এগুলোও বহু খন্ডের। এছাড়াও এ শাস্ত্রে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে।"

চিকিৎসা শাস্ত্র ছাড়াও বহু বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ও পান্ডিত্য ছিল। তর্কশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, উসূলে ফিকাহ, হাদীস, অলংকার শাস্ত্র ও আরবী ভাষাতত্ত্বেও ছিল যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি এবং এসকল শাস্ত্রেই তিনি কলম চালিয়েছেন– অতি দক্ষ হাতে, সফলতার সাথে। তবে এই বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য তাকে করতে হয়েছে প্রচুর পরিশ্রম। যার মাঝে তিনি সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সময়কে। কারণ তিনি জানতেন সময়ের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমেই কোন কাজকে সঠিক ভাবে নির্দিষ্ট সীমা মাঝে শেষ করা সম্ভব। আর তিনি সময়ের এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই তার দক্ষতা ও পান্ডিতের বহির প্রকাশে আজও মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

অধ্যায় - ৭

সময় সম্পর্কে মহা মনীষীগণের উক্তি

* প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আমি কোন বস্তুর উপর সে পরিমাণ অনুতপ্ত হইনা, যা হই ঐ দিনের উপর যার সূর্য অস্ত যাচ্ছে অথচ আমি তাতে নতুন কোন আমল সংযোগ করতে পারিনি'।

* হযরত উমর (রাঃ) কর্মহীন ও অনর্থক সময় ব্যয় সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, আমার খুবই অস্বস্তি বোধ হয় যখন আমি কাউকে কর্মহীন (চাই দুনিয়াবী কাজ হোক বা আখেরাতের) ভাবে সময় কাটাতে দেখি।

* হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রঃ) বলেন, 'রাত দিন তোমার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দু'য়ের ভিতরেই তুমি আমল করে নাও'।

* হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, 'হে আদম সন্তান ! তুমি তো দিন সমূহের সমষ্টি। যখন একটি দিন চলে গেল তখন মনে রেখো তোমার একটি অংশ চলে গেল।' আমি এমন লোকদের* পেয়েছি যাঁরা নিজ সময়ের প্রতি এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যেমন সতর্ক দৃষ্টি মানুষ স্বর্ণ-রূপার প্রতি রাখে।

* ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'আমি দীর্ঘকাল সূফীগণের সংশ্রবে থেকে দু'টি কথা শিখেছি।

এক. সময় হল তলোয়ারের ন্যায়। তুমি তাকে (কোন আমালের মাধ্যমে) কাটবে। অন্যথায় সে তোমাকে (দুশ্চিন্তায় লিপ্ত করে) কাটবে।

দুই. তোমার নফসের হিফাযত করবে। কারণ, যদি তুমি তাকে সৎকাজে লিপ্ত না রাখ তাহলে সে তোমাকে কোন মন্দ কাজে জড়িয়ে দিবে।

অধ্যায় - ৮

উপসংহার

স্বভাবজাত ভাবেই মানুষ বেঁচে থাকতে পছন্দ করে। হতে চায় চিরঞ্জীব। এই সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই ইবলিস আদি পিতা আদম (আ:) কে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করাতে সক্ষম হয়েছিল।

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ﴾

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল, বললঃ হে আদম, আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?" [সূরা ত্ব-হাঃ ১২০] [৩৬]

আমাদের দ্বীনেও লম্বা হায়াতকে নিয়ামত হিসেবে গণ্য করে; যদি তা সত্য ও কল্যাণের পথে হয়। নবী করীম (সা:) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল– "কোন মানুষ সর্বোত্তম?" জবাবে তিনি বলেন, "যার জীবন দীর্ঘ হয়েছে এবং কর্ম সুন্দর হয়েছে।" [তিরমিজি শরীফ][৩৭]

তাই মানুষের উচিৎ জীবনকালের প্রতিটি মুহূর্তকে সৎ কর্মময় করে তোলা। যেন আচমকা মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়ালে হতাশ না হতে হয়। তাই সময়কে কাজে লাগানোর নিমিত্তে...

- যথাসাধ্য নির্জনতা অবলম্বন করা।
- মেহমান বা সাক্ষাৎকারীদের সাথে যথাসম্ভব আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা।
- রুটিন মাফিক চলা।
- পরিমিত আহার ও নিদ্রার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- অহেতুক কাজ পরিহার করা।
- নিজের নফসের প্রতি নিয়ন্ত্রণ রাখা।

এভাবে নিয়মানুযায়ী সময় অতিবাহিত করলে জীবনের একটি মুহূর্তও নষ্ট হবে না। প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীনের কাজে নয়ত দুনিয়াবী সৎ কর্মে ব্যয় হবে। কিন্তু বেকার নষ্ট হবে না।

তথ্যসূচি

অধ্যায় - ১

মুমিনের জীবনে সময়

অধ্যায় - ২

সময়ের সঠিক মূল্যায়ন

অধ্যায় - ৩

৩.১ ঃ- মুমিনের জীবনে সময়

৩.২ ঃ- মুমিনের জীবনে সময়

৩.৩ ঃ- মুমিনের জীবনে সময়

৩.৪ ঃ- মুমিনের জীবনে সময়

৩.৫ ঃ- মুমিনের জীবনে সময়

অধ্যায় - ৪

মুমিনের জীবনে সময়

অধ্যায় - ৫

জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ- পৃঃ ৩৬ ও ৩৭

অধ্যায় - ৬

৬.১ ঃ- জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ- পৃঃ ২৭

৬.২ ঃ- জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ- পৃঃ ৪৪

৬.৩ ঃ- জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ- পৃঃ ৪৫

৬.৪ ঃ- জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ- পৃঃ ৪৬

৬.৫ ঃ- সময়ের মূল্য বুঝতেন যারা

অধ্যায় - ৭

জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ- পৃঃ ৪২